দৈনিক সংবাদ

তারিখ: 10 ...

পৃষ্ঠা ... 4 কলাম 3

129

আফতাব উদ্দীন মহাবিদ্যালয় নামকরণ প্রসঙ্গে

১৯৬৭ সালে গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলাধীন জামালপুর ইউনিয়নে জামালপুর মহাবিদ্যালয়টি এইচ, এস-সি পর্যন্ত একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। বর্তমানে ডিগ্রী পর্যায়ে অত্র এলাকায় একটি নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে সুপরিচিত।- এই সুনাম অর্জনের পিছনে ব্যক্তি বিশেষের ভূমিকা রয়েছে তন্মধ্যে আফতাব উদ্দীন আহ-মেদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আফতাব উদ্দীন সাহেব নিজের টাকা দিয়ে ১৫০ ফুট দীর্ঘ কলেজ বিল্ডিং ও ১'৪১ শতাংশ জমি এবং ছাত্র/-ছাত্রীদের নদীপথে যাতায়াতের জন্য স্পীড বোর্ড, টেবিল, হাই বেঞ্চ, ষ্টিল আলমিরা, ও প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষের নিকট কলেজের সাধারণ ও সংরক্ষিত তহবিলে টাকা জমা দেন। বহু মূল্যবান জমি ও অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণের বেতন আসবাবপত্রের, উল্লেখযোগ্য অংশ ইত্যাদি তাঁরই দানের স্বাক্ষর বহন করে। সাবেক প্রেসিডেন্ট বংগবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩সালে পলাশে এক বিশাল জনসভায় লাখ লাখ মানুষের সামনে উক্ত মহা-বিদ্যালয়ের নাম আফতাবউদ্দীন মহাবিদ্যালয় ঘোষণা করলে এলাকাবাসী স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করে এবং পরবর্তী সময়ে কলেজ বিল্ডিংয়ে খোদাই করে আফতাব উদ্দীন মহাবিদ্যালয় নামটি লিখে রাখা হয়। এরপর আফতাব উদ্দীন মহাবিদ্যালয় নামে কার্যক্রম চলছিল। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় পরবর্তী সময়ে এই কতিপয় স্বার্থান্বেষী মহলের চক্রান্তে "আফতাব উদ্দীন" নামটি বাদ দিয়ে যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এখানে উল্লেখ থাকে যে, কলেজ কর্তৃক পক্ষ হাজী আফতাব উদ্দীন সাহেবকে কলেজের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে স্বীকার, করে আসছে। স্বার্থান্বেষী মহল নিজেদের ইচ্ছামত এখন যা খুশী তাই করছে। কলেজ প্রতিষ্ঠায় তার অবদানের কথা বিবেচনা করে আমরা কলেজ দরদী ও প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষ, প্রাক্তন ছাত্র/ছাত্রী, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যক্তিবর্গ জামালপুর মহাবিদ্যালয়কে আফতাবউদ্দীন মহাবিদ্যালয় নাম জারি করার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

কাজী এম,এ, কাদির-প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ, জামালপুর মহাবিদ্যালয়। মো: আবু মোতালেব মোড়ল-সাবেক উপাধ্যক্ষ, জামালপুর আফতাব উদ্দীন মহাবিদ্যালয়। আনোয়ারা বেগম-সাবেক এম, পি, গাজীপুর/নরসিংদী জেলা এবং আরো ১৫ জন।

উদয়ন বিদ্যালয়ে সরকারী সাহায্য প্রসঙ্গে

বাংলাদেশে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যানুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতা সকলেরই জানা। তাই একটি ভাল স্কুলে ছেলেমেয়েদেরকে পড়াশুনা করাতে প্রত্যেক অভিভাবকই চিন্তা করেন। ঢাকা শহরে বেসরকারী স্কুলগুলোর মধ্যে উদয়ন বিদ্যালয়টি তুলনামূলকভাবে ভাল এবং সৌভাগ্যক্রমে আমার ছেলে এ স্কুলের ছাত্র। তাই অভিভাবক হিসেবে আমি চিন্তামুক্ত। কিন্তু অন্যদিক থেকে আমার আক্ষেপের অন্ত নেই। গত কয়েক বছর ধরে প্রতিমাসে স্কুলটির নতুন ভবন নির্মাণের জন্য ২০ টাকা করে দিতে হচ্ছে। জরাজীর্ণ পুরাতন ভবনে স্থান সংকুলান না হওয়ায় অত্যাবশ্যকীয় নতুন ভবনটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে যে পরিমাণ টাকার প্রয়োজন তা ছাত্রছাত্রীদের মাথাপিছু আদায় থেকে সম্ভব হচ্ছে না। দিনের পর দিন আনুষঙ্গিক নির্মাণ সামগ্রীর দামও বাড়ছে। আশা করেছিলাম এ বছর ছেলেটি নতুন ভবনে ক্লাস শুরু করবে। এখন দেখছি আর কয়েক বছর পার হয়ে গেলেও নতুন ভবনে কেউ ক্লাস করার সুযোগ পাবে না।

সরকার বর্তমান বাজেটে প্রতিরক্ষার পরেই শিক্ষা খাতকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিয়েছেন। তাই মহামান্য রাষ্ট্রপতির সানুগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করে আশা করছি সরকারী সাহায্যে স্কুলটির নতুন ভবনের নির্মাণ কাজ যথাশিগগিরই সম্পন্ন হবে।

এ,কে,এম সেরাজুল ইসলাম
১০/৪, বকশী বাজার লেন, ঢাকা।

ঢাকা ডেন্টাল কলেজ অধ্যক্ষ সমীপে

ঢাকা ডেন্টাল কলেজের লেকচারার ডা: মোসাদ্দেক হোসেন কর্মস্থলে অনুপস্থিত থেকে সিলেটে তার নিজস্ব ক্লিনিকে (সিলেট ডেন্টাল ক্লিনিক, বক স ম্যানসন, জিন্দাবাজার, সিলেট) বসে বসে প্রাইভেট প্রাকটিস করছেন। সে দিন তিনি গর্বভরে জনৈক বন্ধুকে বললেন, বালাগঞ্জ উপজেলায় থাকাকালে তিনি তার উপরওয়ালা কর্মকর্তাকে 'খুশি' রেখে যে ভাবে তিন বছরে ত্রিশ দিনও কর্মস্থলে উপস্থিত না হয়ে দায়িত্ব পালন করেছেন, ঠিক তেমনি ঢাকা ডেন্টাল কলেজের কর্মকর্তাকে 'খুশি' রেখে যতদিন ইচ্ছা সিলেটে বসে ঢাকা ডেন্টাল কলেজের দায়িত্ব পালন করে যাবেন। ঢাকা ডেন্টাল কলেজের সম্মানিত অধ্যক্ষ মহোদয়ের কাছে বিনীত প্রশ্ন: আপনার কলেজে কর্মরত একজন লেকচারার কিভাবে সিলেটে বসে কর্তৃপক্ষকে 'খুশি' রেখে আপনার কলেজের দায়িত্ব পালন করছেন?

আকমল হোসেন,
৩১, গোয়াইপাড়া, সিলেট।

দোহাই, পরীক্ষা আর পিছাবেন না

১৯৮৪-তে আমরা বি, এ (অনার্স) প্রথমবর্ষে ভর্তি হয়েছিলাম। '৮৪ গেলো ৮৫-৮৬-৮৭-৮৮ চলে গেল। '৮৯ যেতে চললো, আমাদের অনার্স পাস হলো না। এবার যে পরীক্ষা দেবার জন্য তৈরী হচ্ছিলাম তা তৃতীয় বর্ষ ফাইনাল। বলছি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা। তা আমাদের এই পরীক্ষা ১৯৮৭ ইংরেজীর। কতবার এই পরীক্ষাটি পিছিয়েছে তার আর হিসেবও মনে নেই।

কতবার কি জন্য পিছালো তা জানিনা। শেষবার যখন পরীক্ষাটা পিছানো হয় শুনেছিলাম কারণ নাকি ঈদ। এবারকার তারিখটা হলো ২৪শে জুলাই। সবাই নিজের মত পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

এখন শুনতে পাচ্ছি পরীক্ষাটি আবার পিছানোর দাবী তোলা হচ্ছে। শুনেছি, ঈদের জন্য নাকি পরীক্ষা পিছাতে হবে। জুলাই-এর ১২/১৩ তারিখ ঈদ হতে পারে। ২৪ তারিখের পরীক্ষা তার জন্য পিছাতে হবে। এতো অদ্ভুত যুক্তি!

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত ভাইস চ্যান্সেলরের প্রতি আমাদের বিনীত আবেদন, আমাদের পরীক্ষা দোহাই আর পিছাবেন না। আমরা ২৪ জুলাইতেই পরীক্ষা দিতে চাই।

মোনায়েম আহমদ মায়েনিন,
সিলেট।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ব্রয়লার ফার্ম স্থাপন করা হোক

পশুপালন একটি ব্যবহারিক শিক্ষা; এর জন্য যেমন প্রয়োজন তাত্ত্বিক জ্ঞান তার চেয়ে অধিক প্রয়োজন সুস্পষ্ট ব্যবহারিক জ্ঞান। ব্যবহারিক জ্ঞান ব্যতীত কারো পক্ষেই এ পেশায় জড়িত থাকা সম্ভব নয়।

ব্রয়লার আমাদের দেশের মাংসের চাহিদা পূরণের জন্য একটি সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ। আর এ সম্ভাবনাময় ব্রয়লারকে বাংলার জনগণের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব পশুপালন স্নাতকদের।—এর জন্য প্রয়োজন এ বিষয়ে তাদের প্রচুর ব্যবহারিক জ্ঞান। কিন্তু দু:খজনক হলেও সত্য যে, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পোল্ট্রি ফার্মে বাণিজ্যিক ব্রয়লার লালন-পালনের জ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থা করা হলেও বাণিজ্যিক ব্রয়লারের পেরেন্ট ষ্টক নেই।

অতএব, আমাদের দেশে এ সম্ভাবনাময় ব্রয়লারের উন্নয়নের জন্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পেরেন্ট ষ্টকসহ একটি স্বতন্ত্র ব্রয়লার ফার্ম স্থাপনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের সদয় দৃষ্টি কামনা করছি।

মো: মজিবর রহমান,
পূর্ব-৯, ঈশা খাঁ হল,
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,
ময়মনসিংহ।